ফৎওয়া সংকলন

মাসিক আত-তাহরীক

১৯তম বর্ষ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

পত্রিকাটি তার নীতি অনুযায়ী সর্বদা পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়ে থাকে।

আত-তাহরীক বিনা দলীলে কোন ফৎওয়া দেয় না। পাশাপাশি জাল ও যঈফ হাদীছ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে গিয়েছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর হ'তে)*।

'আত-তাহরীক' ১ম সংখ্যা মাত্র ৩টি ফৎওয়া দিয়ে শুরু হয়। অতঃপর বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০০৩ সালের জানুয়ারী থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে ৪০টি করে প্রশ্নোত্তর দেওয়া হচ্ছে। যার সংখ্যা পুনরুল্লেখ সহ জানুয়ারী'১৭ পর্যন্ত মোট ৮৩১০টিতে উন্নীত হয়েছে।

শুরুতে আত-তাহরীক এর কোন ফৎওয়া বোর্ড ছিল না। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব পরে ফৎওয়া বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটির বৈঠকে 'দারুল ইফতা' নামে ৮ সদস্য বিশিষ্ট ফৎওয়া বোর্ড গঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রথম গঠিত ফৎওয়া বোর্ডের সদস্যদের অনেকেই এখন সদস্য নেই। অনেকেই মারা গেছেন। বর্তমানে অনেকে বিদেশে থেকেও তাদের নিকট কেন্দ্র থেকে প্রেরিত ফৎওয়া সমূহের উত্তর লিখে তারা ই-মেইলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এভাবে বর্তমানে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ফৎওয়া বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগে'র গবেষণা সহকারীগণ সার্বিকভাবে ফৎওয়া বোর্ডকে সহযোগিতা করে থাকেন। যা ২০১০ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

ফৎওয়া দানের নীতিমালা :

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর 'দারুল ইফতা' কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে ফৎওয়া দানের নিম্নোক্ত নীতিমালা গৃহীত হয়।-

(১) প্রথমে পবিত্র কুরআন, অতঃপর যেকোন পর্যায়ের ছহীহ হাদীছ সমস্যা সমাধানের মূল ভিত্তি হবে। আক্বায়েদ, আহকাম ও ফাযায়েল কোন বিষয়ে যঈফ হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২) একই বিষয়ে অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হাদীছের বদলে স্পষ্ট ও বিস্তারিত হাদীছ গৃহীত হবে।

(৩) সার্বিক প্রচেষ্টার পরও কোন সমস্যা সমাধানে ছহীহ হাদীছ না পাওয়া গেলে ইজমায়ে ছাহাবা অথবা খুলাফায়ে রাশেদীনের ঐক্যমত থেকে দলীল নিতে হবে।

(৪) সর্বদা প্রকাশ্য অর্থ ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে হবে এবং বিনা দলীলে গৌণ বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে তাক্বলীদপন্থী ফক্বীহ ও কট্টরপন্থী যাহেরী উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে হবে।

(৫) যদি কোন বিষয়ে কুরআন, হাদীছ বা ছাহাবায়ে কেরামের আছার কিংবা বিগত যুগের কোন নযীর স্পষ্টভাবে না পাওয়া যায়, তখন কুরআন ও সুন্নাহ্র সাধারণ নির্দেশ, ইশারা ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করে নিরপেক্ষ জ্ঞান, বাস্তবতা ও দূরদর্শিতা যেটাকে সঠিক মনে করে ও হৃদয়কে শীতল করে, সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সর্বদা সকল বিষয়ে ছহীহ হাদীছের নিকটবর্তী সিদ্ধান্তের নীতি অনুসরণ করতে হবে।

(৬) সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সর্বদা বিগত যুগের আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের গৃহীত নীতিমালাকে সামনে রাখতে হবে।

(৭) বিগত যুগের ওলামায়ে মুহাদ্দেছীন এবং আহলে সুন্নাতের প্রথম যুগের মুজতাহেদীনে কেরামের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সেগুলি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে হবে এবং নির্দিষ্টভাবে কোন একজনের মাযহাবের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না।

(৮) যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াবে অহি-র বিধানকে সর্বোত্তম হিসাবে পেশ করতে হবে এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানকে অহি-র অনুকূলে ব্যাখ্যাকারী হিসাবে গণ্য করতে হবে।

(৯) ইজতেহাদী কোন বিষয়ে 'দারুল ইফতা'-র সদস্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে অধিকাংশের সম্মতির উপর সিদ্ধান্ত হবে। তবে যখনই ছহীহ

হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই ইজতিহাদ বাতিল হবে ও দারুল ইফতা তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে।

(১০) ফৎওয়া দানের সময় প্রচলিত প্রথা, সংখ্যাধিক্যের ভীতি, সরকারী চাপ, নিজস্ব অভ্যাস এবং সকল প্রকার আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ'তে মুক্ত থাকতে হবে।

(১১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে 'ফৎওয়া' শব্দটিকে সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। সে কারণ অহি ভিত্তিক সমাধান হিসাবে ফৎওয়াকে সম্মান করতে হবে এবং ফৎওয়া দানের ব্যাপারে সর্বাধিক তাক্বওয়া ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বেদলীল রায় ও ক্বিয়াসের অনুসরণ করা চলবে না' *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস পৃ. ১৩৪-৩৫; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? পৃ. ২৩)*।

আত-তাহরীকে প্রকাশিত ফৎওয়াসমূহ পৃথকভাবে সংকলন আকারে প্রকাশ করার বিষয়টি ছিল পাঠকদের বহুদিনের চাহিদা। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় এতদিন তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে ১৯তম বর্ষের ৪৮০টি ফৎওয়া নিয়েই আমাদের 'ফৎওয়া সংকলন'-এর যাত্রা শুরু হ'ল। এরপর থেকে পিছনের বর্ষ সমূহের ফৎওয়াগুলি নিয়মিতভাবে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হবে *ইনশাআল্লাহ*।

সংকলিত ফৎওয়াগুলি সাধ্যমত বিশুদ্ধ করা হয়েছে। এরপরেও আমাদের ভুল থাকবে। পাঠকদের নিকট কোন ভুল ধরা পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর দারুল ইফতা-র সাবেক ও বর্তমান সদস্যগণ এবং গবেষণা বিভাগ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

পরিশেষে আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা। অতঃপর তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের প্রতি রইল অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী
৩১শে জানুয়ারী ২০১৭, শনিবার।

-প্রকাশক

সৃষ্টিজগৎ

১. আমরা জানি যে, আল্লাহ তা'আলা ১৮ হাযার মাখলূক্বাত সৃষ্টি করেছেন। একথার কোন দলীল আছে কি?

উত্তর : মাখলূক্বাতের কোন পরিসংখ্যান কুরআন ও হাদীছে নেই। তবে সালাফে ছালেহীন এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। যেমন মুক্বাতিল বলেন, মাখলূক্বাতের সংখ্যা ৮০ হাযার। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর মতে ৪০ হাযার, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রহঃ)-এর মতে ১৮ হাযার প্রভৃতি। কা'ব আল-আহবারের মতে, আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই *(ইবনু কাছীর ১/২৬, তাফসীর সূরা ফাতেহা 'রব্বুল আলামীন'-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। মূলতঃ উক্ত বর্ণনাগুলি থেকে অধিক সংখ্যক মাখলূক্বাতের কথাই বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে নে'মত দান করেছেন তা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না' *(নাহল ১৬/১৮)*। অতএব মাখলূক্বাতের সংখ্যা আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।-*নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/৪৮।*

২. পৃথিবী না আসমান সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আসমান সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনঃসংযোগ করেন আকাশের দিকে। অতঃপর তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন। আর তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। তিনি আরো বলেন, তুমি বলে দাও, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? ...তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া।..' *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/৯-১১)*। হাফেয ইবনু কাছীর ও শাওকানীসহ জমহূর মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেন, তারপর আসমান সৃষ্টি করেন। কারণ যমীন হ'ল ভিত্তি। আর কোন কিছুর ভিত্তি প্রথমে স্থাপন করা হয়, তারপর ছাদ' *(তাফসীর উক্ত আয়াত)*।

তবে সূরা নাযে'আতে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এসেছে, তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি নির্মাণ করেছেন। তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন। অতঃপর তাকে বিন্যস্ত করেছেন। ... পৃথিবীকে এর পরে তিনি বিস্তৃত করেছেন। সেখান থেকে তিনি নির্গত করেছেন পানি...' *(নাযে'আত ৭৯/২৭-৩২)*। প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের সাথে এ আয়াতটির বাহ্যিক বিরোধ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে যমীনকে অবিস্তৃত আকারে সৃষ্টি করেন। অতঃপর আসমান সৃষ্টি করেন। এরপর যমীনকে প্রসারিত করে তাতে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-পালা ইত্যাদি স্থাপন করেন' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৯ আয়াত; শানক্বীত্বী, আযওয়াউল বায়ান, তাফসীর সূরা ফুছছিলাত ১০ আয়াত)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/৮১।*

৩. মানুষকে মাটি না পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এছাড়া অন্যান্য পশু-পাখি কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

উত্তর : আদম (আঃ)-কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তাঁর থেকে স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মিলনে পানি বিন্দুর মাধ্যমে অন্যান্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে *(নিসা ৪/১; মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*। আল্লাহ বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো, (তাহ'লে একবার ভেবে দেখ) আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে ... *(হজ্জ ২২/৫)*। একইভাবে অন্যান্য পশু-পাখি সৃষ্টিরও মূল উপাদান হ'ল পানি। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কেউ বুকে ভর দিয়ে চলে। কেউ দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে চলে.. *(নূর ২৪/৪৫)*। তিনি আরো বলেন, 'অতঃপর আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম' *(আম্বিয়া ২১/৩০; বিস্তারিত দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা, পৃ. ৩৭৭)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৯/১৬৯।*

৪. আল্লাহ বলেন, তিনি সব কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষণে পৃথিবীতে নানাবিধ ক্ষতিকর প্রাণী যেমন ইঁদুর, ছুঁচো, মশা ইত্যাদি প্রাণী সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র কি হিকমত রয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ্র প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে কল্যাণ ও হিকমত রয়েছে। যারা গবেষণা করবে, তারা এক পর্যায়ে এর রহস্য জানতে পারবে। যেমন সাপ ক্ষতিকর প্রাণী হ'লেও তার বিষ দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, 'তিনি মানুষকে সামান্যই জ্ঞান দান করেছেন' *(ইসরা ১৭/৮৫)*। এই সামান্য জ্ঞান দ্বারা সবকিছুর রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়। অতএব মুমিনের জন্য কর্তব্য হ'ল, আল্লাহ্র সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার সাথে সাথে তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা *(আম্বিয়া ২১/২৩)*। আল্লাহ বলেন, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'! *(আলে ইমরান ২/১৯১)*। - *জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/৩৮৪।*

শারঈ মূলনীতি

১. ইজতিহাদে ভুল হ'লে যদি একটি নেকী হয়, তবে যেসমস্ত আলেম ভুল ইজতিহাদ করে হাদীছ বিরোধী আমল করে চলেছে তারা গোনাহগার হবে কি?

উত্তর : নিজের ভুল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার পরও জেনে-শুনে তা অবহেলা করা, কপটতাবশতঃ তা অবজ্ঞা করা, অহংকারবশতঃ ভুল স্বীকার না করা, অন্য কারু দোহাই দিয়ে কোন আমলের উপর যিদ করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত যে কোন আলেম এজন্য গোনাহগার হবেন। কেবল খালেছ নিয়তে হক না বুঝার কারণে ভুল ইজতিহাদকারী ব্যক্তি নেকী পাবেন। যে ভুল বুঝার পর তিনি নিজেকে সংশোধন করবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকের অন্তরের খবর রাখেন *(আলে ইমরান ৩/১১৯)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/৩১১।*

২. আল-আদাবুল মুফরাদ ও তারীখুল কাবীর ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে যঈফ বর্ণনা থাকার কারণ কি?

উত্তর : ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারী সংকলনের ক্ষেত্রে যেসব কঠিন শর্তসমূহ আরোপ করেছিলেন, 'আল-আদাবুল মুফরাদ' ও 'তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে সেসব শর্ত আরোপ করেননি। ফলে সেখানে অনেক দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যা পৃথক করা তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব হয়নি। তাই তিনি নিজ থেকে সেগুলির ছহীহ-যঈফ হওয়ার ব্যাপারে কোন হুকুম পেশ করেননি। বরং প্রত্যেকটি হাদীছ সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। যাতে পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ সনদের উপর গবেষণা করে ছহীহ-যঈফ বাছাই করে নিতে পারেন। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/১৯৭।*

৩. কোন হাদীছ বা ফৎওয়া সুস্পষ্টভাবে ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও তা বর্ণনা করার পর অনেককে আল্লাহু আ'লাম বা 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' লিখতে দেখা যায়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বা শরী'আতের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে কি?

উত্তর : 'আল্লাহু আ'লাম' বা 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' বলায় বা লেখায় কোন বাধা নেই এবং এতে কোন ছহীহ হাদীছের প্রতি সন্দেহ পোষণ করাও হবে